R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)-
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ ৯ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৫ই শ্রাবণ, ১৪২২ ২২শে জুলাই ২০১৫ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট এ তরি!

শান্তা চৌধুরি : ছোটবেলায় কথায় কথায় আমার বাবা বলতেন একটা মিথ্যেকে ঢাকতে হাজার মিথ্যে বলতে হয়। সুতরাং মিথ্যে বলার চেষ্টা কখনও করবে না। কিন্তু বাবার কথাগুলো কি অক্ষরে অক্ষরে মানতাম ? মানতাম না। যখন কলেজ পালিয়ে উত্তম-সুচিত্রা দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতাম, তখন কখনও মায়ের কাছে মিথ্যে বললেও বাবার কাছে বলতাম না। কারণ তিনি ছিলেন আমাদের প্রশ্রয়দাতা। সেদিনের ফেলে আসা কথাগুলো আজ বড্ড মনে পড়ছে, কারণ আমাদের দিদিমণির আজ সেই দশা। দীর্ঘদিন বিরোধী নেত্রী থাকবার ফলে চমকানো-ধমকানো--যা খুশি বলা রাজনীতিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। কারও কাছে জবাবদিহি করবার কোন দায় তাঁর ছিল না। মাঠে-ঘাটে-বাটে চাদর বিছিয়ে বসে পড়লেই হলো। তিনি তখনও ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি পাবলিক প্রপার্টি হলে পাবলিকের পয়সায় ফূর্তি করা বা দানসত্র করতে গেলে তার স্বপক্ষেও কৈফিয়ৎ দেবার থাকে। এ রাজ্যের কেউ কখনও এর আগে শুনেছেন তিনি ছবি বিক্রি করে অনশন কিংবা আন্দোলনের টাকা জোগার করেছেন। তখনও তো শোনা যায়নি তাঁর কোন্ ছবি কোন্ শিল্পপতি বা শিল্পরসিক বেশ দাম দিয়ে কিনেছেন। ভাগ্যিস গৌরি সেনের থুরি সুদীপ্ত সেনের দেখা মিললো, তাই তো রাজ্য-রাজনীতির পট পরিবর্তনের আশা জাগলো। বিকোতে শুরু হলো স্বপ্নের ফেরিওয়ালার ছবির ঝাপি। তিনি রাজ্যে বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন বরাবরের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। কেউ মনে করে আমাকে

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর হাসপাতাল ঘিরে কংগ্রেসীদের তৎপরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের মেন গেটের সামনে রোদ-জল প্রতিরোধে অস্থায়ী সেড নির্মাণের দাবী জানায় রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক কংগ্রেস। ১১ জুলাই জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী, এলাকার দুই বিধায়ক মহঃ সোহরাব ও মহঃ আখরুজ্জামান, ব্লক সভাপতি হাসানুজ্জামান, পুরসভার বিরোধী দলনেত্রী শান্তা সিংহ, ইউনিয়ন নেতা বাপি চ্যাটার্জী, মোহন মাহাতোসহ ব্লক নেতৃত্বের এক প্রতিনিধি দল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। হাসপাতালের বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে তাঁরা সুপারের সঙ্গে কথা বলেন। ঐ দিন ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাসপাতালের মেন গেটের সামনে রোগীর লোকজনদের স্বার্থে একটা সেড নির্মাণের প্রয়োজনে স্মারকলিপি দেয়া হয় অভিজিৎকে। সাংসদ এর জন্য সুপারকে প্ল্যান ও এষ্টিমেট দিতে বলেন। সত্বর এম.পি কোটা থেকে এর ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেন অভিজিৎ।

স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালে ফিমেল মেডিক্যাল ওয়ার্ডের গৃহ মেরামতের প্রয়োজনে বর্তমানে বাইরের কোন মেডিক্যাল পেসেন্ট ভর্তি করা হচ্ছে না বলে খবর। বিভিন্ন ব্লকের বি.এম.ও.এইচ এবং জঙ্গিপুর হাসপাতালের সুপারকে নিয়ে মহকুমা শাসক সম্প্রতি এক সভায় বসেন। সেখানে আলোচনায় ঠিক হয় গৃহ মেরামত না হওয়া পর্যন্ত মুরারই পাইকর ইত্যাদি এলাকার রোগীদের রামপুরহাট বা লালগোলা এলাকার রোগীদের তেঘরী বা কৃষ্ণপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ঐ সভায় ডাক্তার ও ওষুধ সরবরাহ নিয়েও আলোচনা হয়।

কন্যাশ্রী প্রকল্পে জেলায় প্রথম

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করলো জঙ্গিপুর মহকুমা। ভালো ফলাফলের জন্য মুর্শিদাবাদ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী ডি. আই-কে অভিনন্দন জানান। অন্যদিকে সারা রাজ্যের ব্লক স্তরে কন্যাশ্রী প্রকল্পে প্রথম স্থান অধিকার করলো সামসেরগঞ্জ। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান জঙ্গিপুর মহকুমার এ.আই অব স্কুলস্। পঙ্কজকুমার পাল।

দোতলা বাড়ি
রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহারবাটী সংলগ্ন তরকারি বাজারের রাস্তায় ৩ শতক জায়গার উপর নিচে দুটো ফ্ল্যাট ও দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট (মোট ১০টি ঘর), তিনতলায় বিশাল ছাদ বিক্রি আছে।
৮৪৩৬৩৩০৯০৭
০৩৪৮৩/২৬৬২২৮

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৪২২

।। হায় বনসৃজন ।।

'একটি গাছ একটি প্রাণ'--প্রাণদ এক বাণী, যাহা বর্তমানকালে মানুষের মধ্যে বৃক্ষসচেতনতা জাগাইবার জন্য বক্তৃতা, প্রচারপত্র প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতেছে। দেশের অরণ্যসম্পদ বহুলাংশে ধ্বংস করিয়া জনপদ গড়িয়া উঠিতেছে, মানুষ তাহার আশ্রয় নির্মাণের জন্য এইরূপ করিতে বাধ্য হইতেছে। আবার যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির ফলে বিবিধ কলকারখানা গড়িয়া তোলা হইতেছে। ফলতঃ ইহার স্বার্থে অরণ্য নিশ্চিহ্ন করা হইতেছে। আনুপাতিক হারে অরণ্যাঞ্চল এত কমিয়া গিয়াছে যে, প্রকৃতির ভারসাম্য যথেষ্ট বিঘ্নিত হইয়াছে ; আর ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বায়ু দূষণ, ভুমিক্ষয়, মরু অঞ্চলের প্রসার, বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা এবং অনিয়ম ইত্যাদির জন্য মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণীর বাঁচিয়া থাকার ব্যাপারে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। তাই সরকারী উদ্যোগে বনসংরক্ষণ, বনসৃজন ইত্যাদি প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হইয়াছেএবং প্রতি বৎসর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালিত হইতেছে ও বিনামূল্যে চারাগাছ দেওয়া হইয়া থাকে। গাছপালা যাহাতে বিনষ্ট না হয়, গোমহিষাদি যেন চারাগাছ খাইয়া না ফেলে, মানুষ অপরিমেয় লোভে গাছ কাটিয়া জ্বালানী সংগ্রহ এবং বড় গাছ কাটিয়া কাঠের চোরাচালান না করিতে পারে ইত্যাদি দেখাশুনার জন্য বনবিভাগ হইতে অস্ত্রধারী কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সরকার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিলেও এখন রক্ষকই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায়শঃ বিভিন্ন জায়গা হইতে গাছ কাটিয়া চোরাই কারবার চালাইবার খবর পাওয়া যায়। এই মহকুমায় জঙ্গিপুর ব্যারেজ ফীডার ক্যানেলের দুই পার্শ্বে যে জঙ্গলের সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহা আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। গাঙ্গিন, ফতুল্লাপুর শেরপুর, সুজনিপাড়া, সাদিকপুর প্রভৃতি গ্রামে যে ঘন জঙ্গল ছিল তাহারও কোন অস্তিত্ব নাই। কাঠপাচারকারীর দল ঐ অঞ্চলে বেশ দাপুটে। আরও জানা যায় যে, বনবিভাগের নিরাপত্তা কর্মী কর্মরত থাকা সত্ত্বেও শিশু, শাল প্রভৃতি হাজার হাজার মূল্যবান গাছ রক্ষা পাইল না। যদি চ জঙ্গল পাহারা দেওয়ার জন্য দিবারাত্র নিরাপত্তা কর্মী কর্মরত তথাপি চুরি অব্যাহত থাকিল। মাঝে মধ্যে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য লইয়া বন দপ্তরের উদ্যোগে বা এলাকার ক্যাম্পের বি এস এফের চোরাই কাঠ ভর্তি লরি ধরা পড়িলেও তাহা নগণ্য। সেখানেও পয়সার নগ্ন খেলা চলে। লরিতে, ভ্যানে, নদীতে ভাসাইয়া কত গুঁড়ি পাচার হইয়াছে।

শুধু এই স্থানের সীমিত বনাঞ্চল যদি নির্বিঘ্নে ও নির্দ্বিধায় বৃক্ষশূন্য হইতে থাকে, তবে আর সব বনাঞ্চল কী দশাপ্রাপ্ত হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। মানুষের সীমাহীন লোভ ক্রমশঃ কোন্ পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিতে অবাক লাগে। পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হইতেছে,প্রাণের অস্তিত্বরক্ষা সমস্যাকীর্ণ হইতেছে। রক্ষক ভক্ষক হইলে বাঁচিবার উপায় কোথায় ?

বুদ্ধিজীবীদের জাত

-সাধন দাস

কবি সাহিত্যিক নাট্যকার অভিনেতা বা সঙ্গীতশিল্পীরা রাজনৈতিক সংকটে বিবেকের ভূমিকায় থাকবেন, না কি কোনও একটি পক্ষ অবলম্বন করবেন, এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। প্রত্যেক্ষ নির্বাচনে দেখা যায়, প্রায় সমস্ত সৃষ্টিশীল মানুষেরাই শাসকদল ও বিরোধীদল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন।

প্রতিটি মানুষেরই, তা তিনি যত বড়ই শিল্পী হোন, একটি সামাজিক সত্তা থাকে। এই পর্যায়ে তিনি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র কিছু নন। এই পর্যায়েই থাকে ছোটখাট স্বার্থ, প্রত্যাশা আর প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির অভিঘাত। আর শুনতে খারাপ লাগলেও একথা সত্যি যে মূলতঃ এই স্তর থেকেই গড়ে ওঠে মানুষের রাজনৈতিক সত্তা। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তো হতেই পরে, আমাদের দুর্ভাগ্য--শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও এর ব্যতিক্রম নন। যেমন একজন গ্রামের গরীব মানুষের রাজনৈতিক সত্তা তৈরি হয় দু'কেজি চাল, দু'খানা কম্বল, ব্যক্তিগত বিবাদের জেরে তৈরি পাড়া-পর্যায়ের টানাপোড়েনে। টুজি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ দুর্নীতি, পরমাণু-চুক্তির মত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না।

শিল্পী সাহিত্যিকদের সামাজিক জীবনেও থাকে তেমনি কিছু পাওয়া-না-পাওয়ার সন্তুষ্টি-সংক্ষোভ। সরকারি খেতাব, খাতির, প্রচার, অর্থানুকুল্য, পুরস্কার, তিরস্কার, উদাসীন্য--এসব নিয়েই শিল্পীর সামাজিক সত্তা। আর এই সামাজিক সত্তাই কখন অজান্তে গড়ে দেয় তার রাজনৈতিক

(শেষ পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নিকাশিনালা সাফাই অভিযান সফল হোক

সম্প্রতি জঙ্গিপুর পৌরসভার উদ্যোগে শহরে নালা পরিষ্কারের দুরূহ অভিযান শুরু হয়েছে। ২০০০ সালের অতিবৃষ্টিতে নিকাশিনালা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অপরিসীম দুঃখকষ্টের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শহরের বাসিন্দারা কোনদিন ভুলবেন না। ১৫ বছর পরেও সেই সমস্যা দূর করা যায় নি। দু'একদিনের বৃষ্টিতে শহরের অনেক এলাকা এখনও জলে ভেসে যায়। নালায় নিক্ষিপ্ত আবর্জনায় শহর প্লাবিত হওয়ার প্রধান কারণ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে শহরের নানা জায়গায় চায়ের দোকানে খদ্দেরের খাওয়া মাটি ও প্লাসটিকের চায়ের ভাঁড়, ক্ষৌরকারদের সেলুনে কাটা ঝুড়ি ঝুড়ি মানুষের মাথার চুল এবং চপ, সিঙ্গারা, ঘুগনির দোকানে খদ্দেরের খাওয়া থার্মকলের ডিস নালায় পড়ে আছে। অবৈধ নির্মাণ ও আবর্জনা নিক্ষেপে বন্ধ হয়ে যাওয়া নালাসাফাই অভিযানে জঙ্গিপুর পৌরসভা সফল হোক।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

চলতে ফিরতে

আশিস্ রায়

গলায় তুলসি কাঠের মাল্লাটা দুলছে। বোঝা গেল গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে।

অনেককাল পরে দেখা। জিগ্যেস করলাম-কেমন আছিস ? মিন মিন করে ও কি বলল বুঝতে পারলাম না। ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে আমাকে চিনতে পেরে বলল--দীক্ষা নিয়েছ ?

হক্চকিয়ে গেলাম। কথাটার কিছুই বুঝতে পারলাম না। সে আবার বলল--বলি, গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছ ?

আমি বললাম--না।

ও বলল--বয়স তো অনেক হয়েছে। এই বয়সে দীক্ষা নিতে হয়।

কথাটা বলেই সে আবার বলল--গীতাপাঠ কর ?

আমি বললাম-না।

কথাটা শুনে ও বিরক্ত হল। বলল-সেকি ! গীতা-উপনিষদ পড়না ? গঙ্গাস্নানে যাও তো ?

আমি বললাম--না।

শুনে রুষ্ট হয়ে বলল--তবে কি কর ?

আমি খুব শান্তভাবেই বললাম--ভোরে কটা বুলবুলি বাগানে আসে--ওদের খাওয়াই। দুপুরে একটা খেঁকি কুকুর বাড়ির গেটে এসে দাঁড়ায়। ওকে পাতের উচ্ছিষ্ট দিই।

বন্ধু খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল--যেন গ্রহান্তরের কোন জীব দেখছে। বলল--তুমি কি মানুষ ! কথাগুলো বলেই ও চলে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে। রাস্তার ওপারে।

সারাদুপুর ধানক্ষেতের ছবিটা এঁকে শেষ করেছি। ভালো লাগছে এখন। ঐ ভালোলাগার টানে বিকেলে বাড়ির বাইরে ঘুরে ফিরে আসছি। রাস্তার ধারে একটা সাঁকোর উপর বসে-থাকা সেই চারপাঁচজন চেনা মানুষ। ওদের মাথায় কানঢাকা টুপি-পায়ে মোজা। গলায় দু'এক জন মাফলার জড়িয়েছে। কার্তিকের শেষ। ঠাণ্ডা এখনো পড়েনি। ওদের সবাইকে আমি চিনি--বয়সে ওরা আমার চেয়ে দশ-পনের বছরের ছোট। ওরাও চেনে আমাকে। আমার বয়স আর চলাফেরার ধরণধারণ দেখে আমার সঙ্গে কথা বলতে ভরসা হয়না ওদের। ওদের-পাশ দিয়ে যখন চলে আসি তখন ওরা সবাই একসঙ্গে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকায়। বেশ বুঝতে পারি আমাকে দেখে ওরা এখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে মানুষটা কেমনধারা ? কানে শুনতে পায় না--রাস্তায় একা-ই হাঁটে। এ বয়সে এখন তো বাড়িতেই শুয়ে বসে দিন কাটানোর কথা। কি রকম ভদ্রলোক ! বাড়ি ফিরেও কথাগুলো যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ওরা খুব নিচু গলায় কথা বলে যাচ্ছে। মনে মনে আমি ভাবছি--বেদ উপনিষদ পড়ি না, পাখিকে খেতে দিই--গঙ্গাস্নানে যাই না--ধানক্ষেতের ছবি আঁকি--কুকুরকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াই-- আমি কি মানুষ নই ?

জঙ্গিপুর কি স্মার্ট সিটি হচ্ছে ?

তুলসীচরণ মণ্ডল

একটা কথা বাজারে শুনতে পাচ্ছি। জঙ্গীপুর নাকি স্মার্ট সিটি হচ্ছে। সত্য মিথ্যা জানি না--তবে শুনতে পাচ্ছি বাতাসে কথাটা উড়ছে। স্মার্ট ম্যান-স্মার্ট বয় হয় ; ঠিক তেমনি স্মার্ট সিটিও হতে পারে। যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী সারা ভারতে কয়েকশো স্মার্ট সিটি করার কথা অনেক আগেই ঘোষণা করেছেন। এখন জঙ্গীপুরের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লে ধন্য হবে।..আমি সব জান্তা গামছাওয়ালা নই। ইঞ্জিনিয়ারও নই। তবে খুব মোটাবুদ্ধিতে যেটুকু জানি--অন্তত মনে মনে তা একটু না বললে নয়। জঙ্গীপুরের ৭/৮ মাইল ব্যাসার্ধ ধরে শহরকে কেন্দ্র করে এক পরিকল্পিত নগরী গড়ে ওঠবে। উত্তরে আহিরণ; দক্ষিণে মনিগ্রাম ; পূর্বে সম্মতিনগর ; ও পশ্চিমে জরুর-বাড়ালা যার সীমা রেখা হবে। এই প্ল্যান সিটিতে ppp মডেলে চিকিৎসা কেন্দ্র হবে ; রাতদিন পানীয় জল ও বিদ্যুৎ মিলবে নিজস্ব টাউন বাস সার্ভিস থাকবে ; মহিলা কলেজ ; আই.আই.টি কলেজ, কেনাবেচার জন্য মল ; বিভিন্ন হাব সেন্টার থাকবে। থাকবে বিনোদনের জন্য আধুনিক নাট্যালয়, রাতদিন বেচাকেনার সুপার মার্কেট ; জঙ্গীপুর পারে নতুন থানা, একটা মাতৃসদন ; বিনোদন পার্ক ; পানশালা ইত্যাদি নানা জিনিষের পরিকল্পনা করা যেতেই পারে। হতে পারে বৃদ্ধাশ্রম ; মধ্য ও নিম্নবিত্তের জন্য আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়ি। আধুনিক ও উন্নতমানের রাস্তা-ঘাট। শহর ও শহর সন্নিকটস্থ গ্রামের নদীর ধারের সৌন্দর্যায়ন। আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা তো থাকবেই। আর থাকবে ত্রিফলা আলো ইত্যাদি ইত্যাদি। মানস চক্ষে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা স্বচ্ছ স্বপ্ন। জঙ্গীপুরের প্রাক্তন সাংসদ বর্তমান রাষ্ট্রপ্রতি প্রণব মুখার্জী জঙ্গীপুরের ঋণশোধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদিজীকে দিয়ে এই পরিকল্পণাটা নিতে পারেন। কারণ বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে গভীর সদ্ভাব। দ্বিতীয়ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর ভাইবোন সম্পর্ক অমলিন। তৃতীয়ঃ কোটি কোটি টাকার মালিক জাকির হোসেনকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করে জঙ্গীপুরকে তৃণমূলের একটা ঘাঁটি বানানো মমতার মতলবে থাকতে পারে। আরে স্মার্ট সিটি হতে তো বিশ বছর লাগবে। কিন্তু এখন থেকে তার প্রস্তুতি নিতে বাধা কোথায় ? তবে সবই ত্রিভুজের অঙ্কে--যথা মমতা-মোদীজি ও রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর মনোরাজ্যে অবস্থিত।।

ছাত্রদলের গান

শীলভদ্র সান্যাল

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
আমরা যতই করি বেয়াড়াপনা
মন্ত্রী-ছড়ান স্নেহাঞ্চল
আমরা ছাত্রদল।

আমরা আচার্যের হাত থেকে যে
সার্টিফিকেট পাই
বড়াই ক'রে মুখের পরে
করি তা ডিনাই।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য
হুমকি দিয়ে করি অচল
আমরা ছাত্রদল।

আজকালকার-মাস্টারেরা
এখন হুলিগান
মোদের বাটাম খেয়ে তখন
তাঁরা যে পস্তান !
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে পালান
আমরা পশি রসাতল
আমরা ছাত্রদল।

আমরা ছাত্রনেতা হ'য়ে ধরি
কোরাপ্সনের রাশ
পাণ্ডা হ'য়ে ঝাণ্ডা তুলে
সৃষ্টি করি ত্রাস !
আমরা প্রশাসনকে দেখিয়ে কলা
ফেলাই তাদের চোখের জল
আমরা ছাত্রদল।

কর্তৃপক্ষ জেদের বশে
যখন করে ভুল
তখন আমরা করি ঝালাপালা
তাদের কর্ণমূল।
পাশ করানোর জিগির তুলে
আমরা সবাই রই অটল
আমরা ছাত্রদল।

মোদের চক্ষে অগ্রগতির মশাল
বক্ষ ভরা বাক
মোদের দাপট দেখে পুলিশ
রহে যে নির্বাক।
একজামিন এলে ছিঁড়ি
সরস্বতীর শ্বেতকমল
আমরা ছাত্রদল।

আমরা স্যারের মুখে দেই যে ছুঁড়ে
স্রিগারেটের ধোঁয়া
পেটের থেকে আঁতলামিটার
উঠছে ঢেকুর চোঁয়া
গার্লফ্রেণ্ডকে পাব্লিকলি
কিস্ করেছি। নেই কো ছল।
আমরা ছাত্রদল।।

কবির আরও কাজ

হরিলাল দাস

শ্রীনিকেতন কথা।"পৃথিবীর খুব কম শিক্ষাবিদই হাতেকলমে শিক্ষাদানের কাজ করেছেন। বেশিরভাগ শিক্ষাবিদই দূর থেকে কতকগুলি মূলনীতি নির্দেশ করেছেন। সেগুলি খুবই মূল্যবান জিনিস, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার ইমারত গড়তে বসেছিলেন তার ভিত থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপ তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন, প্রয়োজনবোধে গড়া জিনিস ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন, অদলবদল করেছেন।..এই পরিসীমা-নিরীক্ষার ফলেই পরবর্তী কালে (১৯২২ সনে) শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।'

শ্রীনিকেতনে 'শিক্ষাসত্র' বিদ্যালয়ে সৃষ্টিমূলক কর্মকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষা প্রণালী চালু করেছিলেন সেটাই বর্তমান সময়ের বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা বৃত্তি শিক্ষার আদিতা পরে গান্ধীজি তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থায় চালনা করেন, ১৯৩৭ সনে, মূলত বৃত্তি শিক্ষা নীতি। শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রের ছাত্রেরা পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে গিয়ে তাঁতি, কামার, কুমোর, মুচিদের সঙ্গে মিশেছে, তাদের কাজ এবং জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই কাজে অধ্যাপকরাও সঙ্গে থেকেছেন। এইভাবে কর্মের প্রতি ছাত্রেরা শ্রদ্ধাশীল মনে নিজেরা কাজে লেগে গেছেন। চিনেমাটির নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, চামড়ার মানিব্যাগ, মেয়েদের ভ্যানি ব্যাগ প্রভৃতি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেছে। চামড়ার ব্যাগে নানা শিল্পিত নক্সা ও আকার ক্রেতাদের খুব পছন্দের ছিল। কাঠের উপর খোদাই চিত্র ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ। রবীন্দ্র শিক্ষাধারায় চিত্রচর্চা একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকার করেছে। রুচিসম্মত শিল্প সামগ্রী নির্মাণের পথিকৃত হিসাবে শিক্ষাসদন ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাদ্রিতো।

মাতৃভাষা কথা।। মেকলে সাহেব এদেশের যে বাস্তব অনুধাবন করেতে পারেন নি, সেটা পেরেছিলেন মাইকেল স্যাডলার। তিনি তাঁর শিক্ষা কমিশনে প্রস্তাব করেছিলেন শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে এদেশে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। এবং স্যাডলার সাহেব রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের অনুরূপ শিক্ষাধারা সমগ্র দেশে চালু করতে মত প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধ স্বরূপ যে বলেছিলেন এটা কবির কল্পনাবিলাস নয়। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশেই শিক্ষার মাধ্যম সে দেশের মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় পুষ্ট না হলে জাতির চিন্তন পঙ্গু হয়ে যায়। একথা কেবল বাঙালি বোঝে নি। এবং এখনও বুঝছে না এপার বাংলা। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ সনে 'লোকশিক্ষা সংসদ' উদ্বোধন করেন। পূর্ব নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে বাড়িতে বসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করে বিশ্বভারতী হতে উপাধি লাভ করার জন্যই এই সংসদের কার্যপ্রণালী পরিকল্পিত হয়। বর্তমানে এই সংসদে বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং ইতিহাস--এই দুই বিষয়ে উচ্চমান অর্জনের ব্যবস্থা আছে।

ঠাঁই নাই.....

(১ পাতার পর)

বলতে পারেন তিনি তখন রাজ্যের কোন কাজে এসেছেন। তাঁর ঘোষিত কোন্ রেল প্রকল্প বাস্তবের মুখে দেখেছে ? বরাবর জ্যোতি বসুর মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে বাংলার মানুষকে বোকা বানিয়েছেন। বাংলার রাজনৈতিক সচেতন মানুষ যদি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে সে শুধু বাম শাসকের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে। তিনি কেবলমাত্র একটা খুঁটিমাত্র। যখন জঙ্গলমহলে চাল-ডাল এ্যাম্বুলেন্স দান হচ্ছিল তখনও কি কেউ জানতো চিটফাণ্ডের টাকা বওয়া গাড়িগুলোই নতুন মাথা তুলে দাঁড়ানো একটা রাজনৈতিক দলকে নিয়ে ডুববে। ঠাকুর ঘরে কে রে ? --আমি তো কলা খাইনির মতো সামঞ্জস্য হয় না, তখন 'কে রে হরিদাস' দিয়ে শুরু করেন। মেয়ে মানুষের মুখে অশালীন কথা যে কি পরিমাণ রক্তচাপ বাড়ায় তা উনি কালীঘাটের বস্তির মেয়ে না হয়ে কোন অভিজাত পরিবারের মেয়ে হলে বুঝতেন। সুদীপ্ত সেনের তবু লজ্জা আছে বলে বিবেকের যন্ত্রণায় দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন আর মাননীয়া মমতাদেবী সত্যিকে মিথ্যে আর মিথ্যেকে সত্যি প্রতিপন্ন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সহ্যের সীমার বাইরে চলে যাচ্ছেন। বহুদিন আগে সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছিলেন--'দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান'। ইরাকে সাদ্দামের পরিণতি সবাই জানে। 'আমরা-ওরা'র জনক বুদ্ধ ভট্টাচার্যের পরিণতি রাজ্যবাসী দেখেছে। অম্বিকেশ মহাপাত্রকে একটা সেলুট করা উচিৎ, কারণ তিনিই বলেছিলেন, কে দুষ্টু লোক আর কে কখন ভ্যানিস হবে। দুষ্টুলোক আউট আর একজন ভ্যানিসের অপেক্ষায়। রাজ্যবাসী মমতাদেবীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পাচ্ছেন কিনা জানি না, কিন্তু দলনেত্রী হিসাবে ঠিকই পাচ্ছেন। রাণাঘাট কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কনভয় নিয়ে গিয়ে ছাত্র বিক্ষোভের মুখে পড়ে দলনেত্রীর ভূমিকায় বিরোধীদের গালমন্দ করলেন। পরিস্থিতি দিন দিন এমন জায়গায় যাচ্ছে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি হবার আগেই ঠাই নাই/ঠাই নাই ভাব। তাঁকে সত্যি আর নেওয়া যাচ্ছে না। এই সত্যিটা যেদিন তিনি নিজে বুঝে নিজেকে শুধরোবার চেষ্টা করবেন সেদিন প্রকৃত বাম জমানার অবসান ঘটবে। কারণ তাঁকে পরিচালিতকারী বেনোজলের স্রোত কিন্তু সেই দলবদলের লোকগুলো। শুধু জামাটা বদলেছে, সন্ত্রাস বদলায় নি।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

বুদ্ধিজীবী.....

(২ পাতার পর)

সত্তাকে। আমরা সবাই চাই প্রচার আর স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতির পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমাদের সামাজিক তথা রাজনৈতিক সত্তা প্রথমে আহত পরে প্রতিবাদী হয়,আবার এর বিপরীত বিষয়ও ঘটে। ফলে যে উচ্চতা থেকে তাঁর সমকালকে দেখা উচিত ছিল (সেখান থেকে তাঁর শিল্প সৃষ্টি হয়), সেখান থেকে তিনি চলমান জীবনকে দেখতে চান না (বা পারেন না) বলেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত মহান শিল্পী বা সাহিত্যিক হয়েও 'একচক্ষু হরিণ' হয়ে যান।

এর ফলে হয় আমাদের মত সাধারণ মানুষের তথা সমগ্র দেশের ও সমাজের--যাঁরা রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতালোভী প্রচারের উচ্চকিত ঢক্কানিনাদে বিভ্রান্ত হয়ে 'সত্যের মুখ' হাতড়ে বেড়াই। শিল্পীরা যেহেতু তাৎক্ষণিকতার উর্ধ্বে 'আবহমানের বাণী' শোনান আমাদের, আমরা তাই দুদিনে দুঃসময়ে তাঁদের কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ থাকি। কিন্তু যখন তাদের মুখে দেখি আমাদেরই মুখের প্রতিবিম্ব বা প্রতিধ্বনি, তখন আহত হই। আবার কখনও কখনও মহান শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের 'স্বদলভুক্ত' দেখে আমাদের রাজনৈতিক সত্তা পরম পরিতৃপ্তি বোধ করে, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও মজবুত করি। ভুল সংশোধনের আর কোন সুযোগই থাকে না। কেন না, আপমর গনগণ--আমরা যেন ধরেই নিই--শিল্পী-সাহিত্যিকরাই আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান যাচাইয়ের নির্ভুল মানদণ্ড। এতখানি অধিকার ও ক্ষমতা আমরা যাঁদের উপর ন্যস্ত করেছি, তাঁরা নিজেদের তার উপযুক্ত করে তুলুন। আপনারা 'দলের কথা' নয়, স্ব স্ব শিল্পক্ষেত্রে চিৎকার করে 'মানুষের কথা' বলুন।

মাননীয় গুণীজন, আপনারা আপনাদের সামাজিক সত্তা থেকে আরেকটু উপরে উঠুন না, যেখানে আপনাদের 'গোপন বিজন' শিল্পপী সত্তা ঘুমিয়ে আছে। এই সংকটে 'সমস্বরে' সেখান থেকে কিছু বলুন--আমরা তাকেই শিরোধার্য করব।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জঙ্গিপুর ল' ইয়ার্স বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত এ্যাসোসিয়েশনের বিল্ডিং-এর এ্যাডভোকেটগণের প্রয়োজনে ও এ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে একজন স্থায়ী সৎ কর্মী আবশ্যক। উক্ত পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যুনতম মাধ্যমিক পাশ। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রত্যয়িত নকল সহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে আবেদন করুন।

বরাবর : সভাপতি / সম্পাদক
জঙ্গিপুর ল' ইয়ার্স বার এ্যাসোসিয়েশন
জঙ্গীপুর কোর্ট, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।